বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নবম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির

দ্বিতীয় রিপোর্ট

মে, ২০১১

১৯৭১ পরবর্তী পর্যায়ক্রমিক ১৯তম রিপোর্ট

বিষয় : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।

কমিটির নাম : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৯ম জাতীয় সংসদ।
সভাপতি : ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সভাপতি, ২৬০ চাঁদপুর-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
বৈঠকের তারিখ : ২০ জানুয়ারি, ২০১১। বৈঠকের দিন : বৃহস্পতিবার।
বৈঠকের সময় : বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা। বৈঠকের মেয়াদ : বিকেল-৩:০০ ঘটিকা থেকে বিকেল-৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
বৈঠকের স্থান : কেবিনেট কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, ২য় লেভেল, সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সভাপতি কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং অভ্যাগত কর্মকর্তাবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বিকেল ৩:০০ ঘটিকায় বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

২। কমিটির নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

১. ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সভাপতি, ২৬০ চাঁদপুর-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
২. অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ, সদস্য, ২৫৫ কুমিল্লা-৭, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৩. জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ, সদস্য ২৩৮ মৌলভীবাজার-৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৪. জনাব এম.কে আনোয়ার, সদস্য, ২৫০ কুমিল্লা-২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৫. জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রাং, ৪৯ নওগাঁ-৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৬. জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, সদস্য, ২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৭. জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, সদস্য, ১০৩ খুলনা-৫, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

৩। বৈঠকের আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

(১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অডিট রিপোর্ট ; ২০০৬-২০০৭; অডিট আপত্তি/মন্তব্যের অনুচ্ছেদ নং- ১, ২, ৪, ৫, ৯ ও ১০ এর ওপর আলোচনা; এবং
(২) বিবিধ।

৪.১। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের ডিসিএজি (এএন্ডআর) জনাব মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত, মহা-পরিচালক (স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর) জনাব মোঃ বাছেত খান, পরিচালক (স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর) জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৪.২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী, কমিশনার (এলটিইউ, ভ্যাট) ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন, কমিশনার (কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা, দক্ষিণ) জনাব মোঃ আব্দুল কাফী, কমিশনার (কাস্টমস হাউজ, বেনাপোল) ড. আব্দুল মান্নান শিকদার, কমিশনার (কাস্টমস হাউজ, ঢাকা) জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক, কমিশনার (কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম) সৈয়দ গোলাম কিবরীয়া, জয়েন্ট কমিশনার (আইসিডি, কমলাপুর) কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, কমিশনার (ঢাকা, উত্তর) জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, অতিরিক্ত কমিশনার (খুলনা, ভ্যাট) জনাব এস.এম. হুমায়ুন কবীর, যুগ্ম-কমিশনার (শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট, চট্টগ্রাম) জনাব এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম-কমিশনার (শুল্ক, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর) জনাব মোহাম্মদ ফাইজুর রহমান, সহঃ রাজস্ব কর্মকর্তা (বেনাপোল কাস্টম হাউস) জনাব মোহাঃ সাবেদ আলী, সহঃ রাজস্ব কর্মকর্তা, (কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রথম সচিব (শুল্ক, নীতি ও বাজেট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) জনাব এ. কে. এম.আব্দুল্লাহ খান এবং সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।

৪.৩। কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এডিসিএজি (সংসদ) জনাব এস এম রেজভী এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ ইউনুচ আলী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।

৪.৪। সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (সিএস) জনাব ন. ম. জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক এসপিডি প্রকল্প, জনাব এ. এস. এম. মাহবুবুল আলম, পরিচালক (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) কাজী সাখাওয়াত হোসেন, সিনিয়র কমিটি অফিসার জনাব মোঃ ফয়সাল মোর্শেদ, ডিডি (গণ-সংযোগ) জনাব মোঃ নূরুল হুদা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

.০। আলোচ্যসূচী : (১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অডিট রিপোর্ট; ২০০৬-২০০৭; অডিট আপত্তি/মন্তব্যের অনুচ্ছেদ নং- ১, ২, ৪, ৫, ৯ ও ১০ এর ওপর আলোচনা;

আলোচনার সার-সংক্ষেপ : সভাপতি বলেন যে, এ বার্ষিক অডিট রিপোর্টের ৫৬তম বৈঠকে আলোচিতব্য অনুচ্ছেদের বাইরে অন্যান্য অনুচ্ছেদে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে এবং অনুশাসন দেয়া হয়েছে সেসব মন্তব্য ও অনুশাসন পূর্ণাঙ্গভাবে কমিটি গ্রহণ করছে। এ অনুশাসন, উপসংহার এবং মন্তব্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে তাদের তরফ থেকে যা যা করণীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করার অনুশাসন প্রদান করা হল।

সাধারণ সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বার্ষিক অডিট রিপোর্টের ৫৬তম বৈঠকে আলোচিতব্য অনুচ্ছেদের বাইরে অন্যান্য অনুচ্ছেদে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে, অনুশাসন দেয়া হয়েছে সেসব মন্তব্য ও অনুশাসন পূর্ণাঙ্গভাবে কমিটি সমর্থন করছে। এসব অনুশাসন, উপসংহার এবং মন্তব্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে তাদের তরফ থেকে যা-যা করণীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করবে।

৫.১.১। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-১, পৃষ্ঠা নং-৯।

আপত্তির শিরোনাম : বিধি বহির্ভূতভাবে রেয়াত প্রদান করায় ৩০,৫০,৩৪,৭৪৫-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূল্য সংযোজন কর) জানান যে, আপত্তিকৃত উল্লিখিত অর্থের মধ্যে ১৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যেই আদায় করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের বেশীরভাগ প্রমাণক ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে এবং বাকীগুলো দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাকী অর্থের মধ্যে ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকার বিপরীতে হাইকোর্টে রীট মামলা রয়েছে এবং ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩২৬ টাকার দাবীনামা আইনানুগ হয়নি বলে মন্তব্য দিয়ে অডিট বিভাগকে জবাব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি কমিটিকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট জানান যে, গতকাল কিছু প্রমাণক পাওয়া গেছে এগুলো দেখে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) মাননীয় সদস্য অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ বলেন, ২০০৬-০৭ সালে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার পরও আদায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। অথচ এ আদায়গুলো সাথে সাথে হওয়ার কথা। তাছাড়া এনবিআরের শৈথিল্যের কারণেই পাওনাদার রীট করার সুযোগ পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাই আগামীতে যাতে পাওনাদার রীট করার কোন সুযোগ না পায় সে ব্যাপারে আয়কর আইনসহ অন্যান্য আইনের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

(৩) সভাপতি বলেন, আদায়কৃত ১৫ কোটি টাকার প্রমাণক যাচাই বাছাইপূর্বক নিষ্পত্তিযোগ্য হলে নিষ্পত্তির ব্যাপারে অভিমত প্রদান এবং ৫ কোটি টাকা আদায়ের দাবীনামা যথাযোগ্য হয়নি বলে রাজস্ব বোর্ড থেকে যে মন্তব্য করা হয়েছে সে বিষয়গুলো পর্যালোচনাপূর্বক আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এই কমিটিকে অবহিত করবেন। তিনি ভবিষ্যতে পাওনাদার রীট করার আগে আয়কর অধ্যাদেশসহ অন্যান্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। হাইকোর্টে রীটকৃত মামলাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে স্বতন্ত্র আইনজ্ঞ নিয়োগ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী তিন মাসের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত :

(১) আদায়কৃত সমুদয় অর্থের প্রাপ্ত প্রমাণক যাচাই বাছাইপূর্বক নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করে আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করবেন।

(২) ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩২৬ টাকার অডিটের দাবীনামা আইনানুগ যথাযথ হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে যে জবাব দেয়া হয়েছে সেই জবাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এ কমিটিকে অবহিত করবেন।

(৩) ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকার আদায়ের ব্যাপারে যে রীট মামলা দায়ের করা হয়েছে তা জোর তদারকির মাধ্যমে আগামী তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.২। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-২, পৃষ্ঠা নং-১০।

আপত্তির শিরোনাম : প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ২,৭৫,৩৮,৪৩০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) মাননীয় সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক) জানান যে, আলোচ্য আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং যথাযথ প্রমাণক ইতোমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। ২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে করদাতা রীট মামলা করেছে এবং ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার আপত্তি আইনানুগ হয়নি বলে জবাব দিয়ে অডিট অফিসে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়গুলো ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান

(২) সভাপতি বলেন, আদায়কৃত ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার প্রমাণক পাওয়ায় নিষ্পত্তি করা হলো। বাকী অর্থ আদায়ের ব্যাপারে ত্রিপক্ষীয় সভা করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী পনের দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের জবাব পাওয়া যায়নি তাদেরকে কারণ দর্শানোর জন্য ব্যাখ্যা তলব করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া হাইকোর্টে রীটকৃত মামলাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে স্বতন্ত্র আইনজ্ঞ নিয়োগ করে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী তিন মাসের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আদায়কৃত প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার সমুদয় প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হল।

(২) ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার অডিটের দাবীনামা আইনানুগ হয়নি বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে যে জবাব দেয়া হয়েছে সেই জবাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে আগামী সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এ কমিটিকে অবহিত করবেন।

(৩) ২৫ লক্ষ টাকার আদায়ের বিপরীতে যে রীট মামলা দায়ের করা হয়েছে তা জোর তদারকির মাধ্যমে আগামী তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.৩। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-৪, পৃষ্ঠা নং-১২।

আপত্তির শিরোনাম : অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে পণ্য খালাস/বিক্রয় করায় ৬০,০৬,৩০৫/--টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক) জানান যে, আলোচ্য আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে প্রায় ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায়পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। কিছু অর্থের বিপরীতে পাওনাদার হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করেছে। বাকী ১৩ লক্ষ টাকা আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারের জমা দেয়া সম্ভব হবে।

(২) সভাপতি বলেন, আদায়কৃত ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রমাণক অনধিক সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রমাণক যাচাই বাছাই করে একটি প্রতিবেদন এ কমিটিতে প্রেরণের জন্য নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল। কতিপয় করদাতা কর্তৃক হাইকোর্টে রীট মামলাগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জোরালো পরিবীক্ষণ তৎপরতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাকী ১৩ লক্ষ টাকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আদায় করে প্রমাণকসহ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) আদায়কৃত ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রমাণক অনধিক সাত দিনের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে অনধিক সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন আকারে এ কমিটিতে উপস্থাপন করবে।
(২) বাকী ১৩ লক্ষ টাকা অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে আদায় করে নিরীক্ষক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে এবং করদাতা কর্তৃক দায়েরকৃত হাইকোর্টের রীট মামলাটির ব্যাপারে জোরালো পরিবীক্ষণ তৎপরতা চালাতে হবে।

৫.১.৪। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-৫, পৃষ্ঠা নং-১৩।

আপত্তির শিরোনাম : সম্পূরক শুল্ক ও মুসক আদায় না করায় ১,৪৬,৩৯,৪৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মুসক) জানান যে, আপত্তিকৃত উল্লিখিত অর্থের মধ্যে ৮,০২,৪৫৮ টাকা আদায় করা হয়েছে। ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বিপরীতে রীট মামলা রয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট বিভাগ কর্তৃক প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
(২) সভাপতি বলেন, যে পরিমাণ অর্থ আদায় হয়েছে তা নিষ্পত্তি করা হল। রীট মামলাধীন অর্থের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যে পরিমাণ অর্থ ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে সে ব্যাপারে অনধিক সাত দিনের মধ্যে এ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত : আদায়কৃত অর্থের প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হল। রীট মামলাধীন অর্থের বিষয়ে রাজস্ব বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ টাকা নিষ্পত্তির সুপারিশের ব্যাপারে অনধিক সাত দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ এ কমিটিকে অবহিত করবে।

৫.১.৫। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-৯, পৃষ্ঠা নং-১৭।

আপত্তির শিরোনাম : সঠিক/ অনুমোদিত এইচ এস কোডে শুল্কায়ন না করায় ৩৪,৬৩,৩০৮ টাকার রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক, নীতি ও বাজেট) জানান যে, উক্ত আপত্তিকৃত অর্থের মধ্যে ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে এবং এইচ. এস. কোডের আপত্তির কারণে সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা প্রত্যাহারযোগ্য বলে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং বাকী ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বিপরীতে দাবীনামা জারী করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
(২) মাননীয় সদস্য অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ আদায়কৃত অর্থ, এইচ. এস. কোডের আপত্তি এবং দাবীনামা জারি ইত্যাদি বিষয়গুলো অডিট বিভাগকে জানানো হয়েছে কিনা এবং এ ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কোন গাফিলতি, যোগসাজশ বা অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক, নীতি ও বাজেট) জানান যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো যথাসময়ে জানানো হয়েছে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাষ্টমস স্টেশনগুলোতে অটোমেশন সিস্টেম চালু রয়েছে। এ সিস্টেমে অনিয়মের সুযোগ খুব কম এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট করদাতাদের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিল নাম্বার লগ করে দেয়া হয়।
(৩) সভাপতি বলেন, কাস্টম স্টেশনে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে এ কমিটির সে বিষয়ে সম্যক ধারণা রয়েছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে কেউ কোন অনিয়ম ও অর্থ ফাঁকির সুযোগ পাবে না। আদায়কৃত অর্থের প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এইচ. এস. কোডের বিভ্রান্তি করে যারা অর্থ আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়ে এবং বাকী অর্থ অনধিক তিন মাসের মধ্যে আদায় করে প্রমাণকসহ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত :

(১) আদায়কৃত অর্থের প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হল।
(২) বাকী অর্থ অনধিক তিন মাসের মধ্যে আদায়করণ এবং এইচ. এস. কোডের বিভ্রান্তি করে যারা অর্থ আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন যথাযথ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা তলব এবং প্রয়োজনবোধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.৬। অডিট আপত্তি : অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নং-১০, পৃষ্ঠা নং-১৮।

আপত্তির শিরোনাম : প্রযোজ্য হারে সম্পূরক শুল্ক আদায় না করায় ২১,২৭,০৬৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ :

(১) সভাপতির আহ্বানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (শুল্ক, নীতি ও বাজেট) জানান যে, অডিট বিভাগ থেকে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ ওয়াগনের ওপর দেখানো হয়েছে। ওয়াগণের ওপর সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থাকলেও মাইক্রোবাসের কোন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি হয় না। উল্লিখিত অর্থ ছিল তিনটি মাইক্রোবাস ক্রয়ের ওপর। কাজেই আপত্তিটি যথাযথ হয়নি বলে বিষয়টি প্রত্যাহারের জন্য ইতোমধ্যেই অডিট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতির আহ্বানক্রমে মহাপরিচালক, রাজস্ব ও স্থানীয় অডিট জানান যে, গত ১৮ জানুয়ারি তারিখে ই-মেইলে জবাব পাওয়া গেছে। বিষয়টি বিস্তারিত দেখে প্রত্যাহার বা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে এ কমিটিকে জ্ঞাত করা হবে বলে তিনি জানান।
(২) সভাপতি বলেন, ২০০৭ সালে আপত্তিটি উত্থাপিত হওয়ার পর বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এখন এ কমিটিতে বলা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর শুল্ক প্রযোজ্য হবে না এবং আপত্তিটি সঠিক হয়নি। এ ধরনের কার্যক্রম সরকারী কর্মকান্ডে অবহেলা, সময়ক্ষেপণ এবং সরকারী অর্থের অপচয় বলে কমিটি তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলোর ওপর অত্যন্ত সকর্তর্তা ও যত্নের সাথে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : উল্লিখিত আপত্তিটির বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রাপ্ত জবাব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে অনধিক সাত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির করে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এ কমিটিকে অবহিত করবেন।

৬। আলোচ্য সূচী : বিবিধ ।

৬.১.১। সভাপতি বলেন, এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে মাত্র ১০% অর্থাৎ খুব স্বল্প সংখ্যক অনিয়ম ও ত্রুটি সম্পর্কে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অবগত করানো হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারের আয়-ব্যয়ের সকল ক্ষেত্রে নিরীক্ষা করা হয় না। তাই কমিটি আশা করছে, আরো বিস্তৃতভাবে সরকারের আয় সংক্রান্ত সকল কার্যকলাপ নিরীক্ষা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করা হোক।

সিদ্ধান্ত : সরকারের আয় সংক্রান্ত সকল কার্যকলাপ আরো বিস্তৃতভাবে নিরীক্ষা করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.১.২। সভাপতির আহ্বানক্রমে উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত কমিটির এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট) (লার্জ ট্যাক্স পেয়ার ইউনিটের (এলটিইউ) ভ্যাট) সম্পর্কে ১৯০০ কোটি টাকার আপত্তি উত্থাপন করে অডিট রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে যা অচিরেই এ কমিটি বরাবরে উপস্থাপন করা হবে। অপরপক্ষে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের অডিট করে ১২০০ কোটি টাকার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। তবে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-২০১০ এর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে আশানুরূপ সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনার (এলটিইউ), ভ্যাট কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ভ্যাট নির্ধারণ (assessment) সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র অডিট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হচ্ছে না, ফলে অডিট কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে যা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে তিনি কমিটির হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

৬.১.৩। সভাপতির আহবানক্রমে কাস্টমস কমিশনার (এলটিইউ) ভ্যাট জানান যে, মূসক কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা টীমকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করছে না-এটা সঠিক নয়। সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলটিইউ-এ রক্ষিত ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিরীক্ষা টীমকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন ট্যাক্স পেয়ার বা করদাতার অধিকারে রক্ষিত কোন ডকুমেন্টস ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয় মর্মে তারা নিরীক্ষা টীমকে ভ্যাট সংক্রান্ত ডকুমেন্টস দিতে বাধ্য নয় এবং দিতে অপারগতা প্রকাশ করছে।

৬.১.৪। মাননীয় সদস্য অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ বলেন, প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। এ সংবিধানের বলেই জাতীয় সংসদ, সুপ্রীমকোর্টসহ বাংলাদেশের সবকিছু প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এ সাংবিধানিক ক্ষমতাবলেই 'মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থাই সারা বিশ্বব্যাপী বহাল। কাজেই সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনার সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের যে উদ্ধৃতি দিলেন, 'ভ্যাটের অধিদপ্তর সবকিছু চাইতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট সকল করদাতা তা দেখাতে বাধ্য'। এখানে লক্ষণীয়, ভ্যাট অফিস থেকে যে তথ্য চাইতে পারে এবং সংবিধান অনুযায়ী দেখাতে বাধ্য-সেখানে ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস অন্যের দখলে এ অজুহাতে সাংবিধানিক নিরীক্ষাকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করা সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তদুপরি, মাননীয় এ্যাপিলেট ডিভিশন থেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য 'চাইলেই দিতে হবে'-এরপরও বিষয়টি এ পর্যন্ত নিয়ে আসা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে তিনি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৬.১.৫। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ বলেন, কাস্টমস এবং নিরীক্ষা বিভাগ একে অন্যের প্রতিপক্ষ নয়, উভয়ই প্রজাতন্ত্রের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাস্টমসের সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিরীক্ষা বিভাগের 'শুধুমাত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ডকুমেন্টস যাচাই করার সুযোগ রয়েছে এবং করদাতার ডকুমেন্টস নিরীক্ষাকে সরবরাহ/দেখার সুযোগ নেই'- এ ধরনের নেতিবাচক অবস্থান নেয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া এ ধরনের একটি সাংবিধানিক কমিটির সামনে যখন সংবিধানের অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, সেটা সঠিকভাবে জেনে দেয়াই শ্রেয়। কাজেই সংবিধান অনুযায়ী নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ও তার দখলভুক্ত সকল নথি' পর্যালোচনা করার সুযোগ রয়েছে এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টস দেখাতে বাধ্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৬.১.৬। মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক বলেন, অডিট বিভাগ থেকে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেটি খুবই গুরুতর। কাষ্টমস কমিশনারগণ সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির দখলভুক্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস অডিট বিভাগকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। করদাতাদের ডকুমেন্টস কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করেন ঠিকই কিন্তু তাদের দখলে থাকে না, সে ক্ষেত্রে তারা অডিট বিভাগকে তথ্যাদি সরবরাহে বাধ্য নয় বলে জানিয়েছে। সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'তথ্যাদি চাওয়া হয়, নাকি সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরের তথ্যাদি (আলট্রা কনস্টিটিউশন ডকুমেন্টস) চাওয়া হয়ে থাকে' এ বিষয়টি তিনি অডিট বিভাগ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চান।

৬.১.৭। সভাপতির আহবানক্রমে উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জানান যে, সংবিধানের ১২৮(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারবেন। অপরপক্ষে, ভ্যাট আইনানুযায়ী যে সকল তথ্যাদি ভ্যাট কর্তৃপক্ষ ভ্যাট এ্যাসেসমেন্টের সঠিকতা যাচাইকালে দেখতে পারেন সেগুলোই অডিট বিভাগও পর্যালোচনা করে থাকে। তিনি আরো জানান যে, কোন করদাতার ভ্যাট সংক্রান্ত ডকুমেন্টস কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দখলে না থাকলেও ভ্যাট আইন অনুযায়ী উক্ত ডকুমেন্টস তাদের (ভ্যাট কর্তৃপক্ষের) দখলভুক্ত হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং সরকারী নিরীক্ষক তা পরীক্ষা করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ১৯৯১-২০০৯ পর্যন্ত ভ্যাট অফিস এসব কাগজপত্র পরিচ্ছন্নভাবে সরবরাহ করেছে এবং যেগুলো তাদের দখলে ছিল না সেগুলোও সংগ্রহ করিয়ে অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করেছেন।

৬.১.৮। সভাপতি বলেন, নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা খুবই গুরুতর। সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী করদাতার ডকুমেন্টস যদি সংশ্লিষ্ট কাস্টম কর্তৃপক্ষ যাচাই করতে পারে, তাদেরকে তা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে সরবরাহ করতে তারা বাধ্য এবং সরবরাহ করতে হবে- এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এই সাংবিধানিক বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রে কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করলে তা দণ্ডবিধিতে বিধৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে এবং এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা এ কমিটির নজরে আনয়নের জন্য তিনি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে অনুশাসন প্রদান করেন। এ সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টিকারীকে দণ্ডবিধির আওতায় আনা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৬.১.৯। সভাপতির আহবানক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক) জানান যে, বিষয়টি নজরে আসামাত্র বোর্ড থেকে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণকে নিরীক্ষা বিভাগের চাহিদা মাফিক সকল ডকুমেন্টস যথাযথভাবে সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়ে ইতোমধ্যেই পত্র প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আর সমস্যা হবে না আশা করা যায়।

৬.১.১০। সভাপতি বলেন, এনবিআর-এর সদস্যের প্রস্তাব উত্তম। কমিটি থেকে সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং ভ্যাট আইনের ৩১, ৩৪ এবং অন্যান্য দন্ডগুলো সম্পর্কে যে ধারা রয়েছে সেগুলোও সুস্পষ্টভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই এ বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তমূলক, সাংঘর্ষিক বিবৃতি প্রদানের আর কোন অবকাশ আছে বলে কমিটি মনে করে না। কমিটি সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, সরকারের/রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পর্কে যাবতীয় হিসাব সংবিধান অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কাছে দেয়ার জন্য বাধ্য এবং তা তাদেরকে দিতে হবে। এ কার্যক্রমে অন্তরায় সৃষ্টিকারী দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী দন্ডনীয়।

সিদ্ধান্ত : সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং ভ্যাট আইনের ৩১, ৩৪ এবং অন্যান্য ধারা মোতাবেক সরকারের/রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন যাবতীয় হিসাব সংবিধান অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কাছে দেয়ার জন্য বাধ্য এবং সে সব প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের দিতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর)
সভাপতি
সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।